কালের কণ্ঠ

13 APR 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন

জঙ্গিবাদে জড়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নজরদারি চলবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নজরদারিতে রাখা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন। এ ছাড়া জামিনদাররা জঙ্গিদের ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। গতকাল বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকারসংক্রান্ত কমিটির বৈঠক শেষে এসব কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গিসংক্রান্ত পোস্টগুলোকে নজরদারির মধ্যে রাখবে গোয়েন্দা বাহিনী। দেশের প্রতিটি মসজিদে জুমার নামাজের খুতবার আগে জঙ্গিবাদবিরোধী বয়ান করার জন্য ইমামদের নির্দেশনা দেওয়া হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস খুঁজতে ব্যাংকগুলোতে সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেলে বা লেনদেন হলে সে তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানাবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দারা এসব তথ্য খতিয়ে দেখবে।

এর আগে যাঁরা অবৈধভাবে বিদেশে গিয়েছিলেন এবং পরে ফিরে এসেছেন, তাঁদের ওপরও নজর রাখা হবে। ওই সব ব্যক্তির পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের গতিবিধি এবং তাদের সহযোগীদের ওপরও গোয়েন্দারা নজর রাখবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

জঙ্গিদের জামিন পেয়ে যাওয়ার বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বৈঠকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, 'জঙ্গি অভিযানে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার-পরিজন এখনো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অনেক জঙ্গি জামিন নিয়ে বিদেশ চলে গেছে। মামলার হাজিরার দিন তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার কেউ কেউ দেশেই ছদ্মবেশে লুকিয়ে রয়েছে। অথচ এসব ভয়ংকর জঙ্গির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে আমাদের অনেক চৌকস কর্মকর্তাকে জীবন দিতে হয়েছে। অনেক জঙ্গি জামিনে বেরিয়ে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাহলে আমাদের রক্ত দেওয়ার কী মূল্য রইল?'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ (জননিরাপত্তা বিভাগ) ও ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (সুরক্ষা সেবা বিভাগ), আনসারের মহাপরিচালক মিজানুর রহমান, র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।